শিশুর অধিকার লঙ্ঘন :
দ্রুত সমাধানের নির্দেশ প্রশাসনকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিশুর অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা দিয়ে সম্প্রতি কোলকাতার টাউন হলে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল জনশুনানী। জনশুনানীর প্রথম দিন অর্থাৎ ২০ অক্টোবরের বিষয় ছিল ''শিশুর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯''। ২০১০ সালের ১ এপ্রিল থেকে ''শিশুর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯'' কার্যকর হলেও পশ্চিমবঙ্গে এই আইন প্রয়োগের জন্য কোন নিয়মাবলী এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি।

জনশুনানী

এই আইন অনুযায়ী ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এমন কোনো বেতন বা খরচ দাবি করা যাবে না, যা তার শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আমাদের রাজ্যের প্রতিটি জেলায় স্কুলে ভর্তির সময় যথেষ্ট পরিমাণ টাকা নেওয়া হচ্ছে। আইনে ভর্তি পরীক্ষা নিষেধ হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে এবং ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে। স্কুলগুলিতে আইন অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঠিক নেই। অনেক স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষক রয়েছেন। পানীয় পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। জলের বন্দোবস্ত নেই, নেই ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা। মালদার চর এলাকার শিশুদের জন্য কোনো স্কুল না থাকা, এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্ত শিশুদের স্কুলে ভর্তি না নেওয়া এরকম নানান অভিযোগ নিয়ে বিভিন্ন জেলার ছাত্র-ছাত্রী, তাঁদের অভিভাবক ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উপস্থিত ছিলেন এই জনশুনানীতে। এই জনশুনানীতে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। জেলাস্তরের আধিকারিকদের সাথে এদিনের

সমপ্রভা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১১

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

জনশুনানীতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সর্বশিক্ষা মিশনের অধিকর্তা ছোটেন ধেন্দুপ লামা।

জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের কাছে শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের মোট ২৫০টি অভিযোগ জমা পড়েছে বলে জানান আয়োগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক শান্তা সিনহা। তিনি বলেন প্রতিটি অভিযোগের ক্ষেত্রেই তাঁরা ব্যবস্থা নেবেন তবে শুনানীর জন্য এর মধ্যে ৩৫টি অভিযোগকে নেওয়া হয়েছে। কোলকাতা, মালদহ, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই আটটি জেলা থেকেই অভিযোগ আছে। প্রতিটি অভিযোগের ক্ষেত্রেই সরকারি আধিকারিকরা অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নেন। আধিকারিকরা জানান, যেসব বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি নেওয়া হয়েছে, পূজোর ছুটির পর স্কুল চালু হলেই তাঁরা সেই ভর্তি ফি বাবদ নেওয়া টাকা ফেরৎ দেবেন। প্রতিটি অভিযোগের ক্ষেত্রেই জনশুনানীর বিচারমন্ডলীর সদস্যরা অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য আধিকারিকদের নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেন এবং কমিশনের কাছে রিপোর্ট জমা দেবার নির্দেশ দেন।

দ্বিতীয় দিন ২১ অক্টোবর জনশুনানীর বিষয় ছিল শিশু পাচার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে মোট ৩৫টি শিশু পাচার সংক্রান্ত অভিযোগ কমিশনের কাছে জমা পড়েছিল। শুনানীর জন্য ১৮টি অভিযোগ নির্বাচিত হয়। প্রতিটি অভিযোগই মূলত পুলিশের বিরুদ্ধে। এফ আই আর নিতে না চাওয়া, তদন্তে দেরি করা ও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করা, উদ্ধার হওয়া শিশুকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে হাজির না করা। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীমতি নূপুর প্রসাদ ছাড়াও জেলার সংশ্লিষ্ট থানার ওসি এবং আই সি রাও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সোসাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের ডাইরেক্টর শ্রী প্রমল কুমার সামন্ত। অভিযোগ জানানোর সময় নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এক শিশুর মায়ের চোখের জল উপস্থিত সকলকেই ব্যথিত করে। বিচারকবৃন্দ এফ আই আর না নেওয়া এবং তদন্তে গাফিলতির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে রিপোর্ট জমা দেবার জন্য নির্দেশ দেন।

দু'দিনের এই জনশুনানীতে বিচারকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক শ্রীমতি শান্তা সিনহা, কমিশনের অন্যতম সদস্য বিনোদ কুমার টিকু, ড. যোগেশ দুবে, প্রাক্তন বিচারপতি সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও সমাজকর্মী নন্দনা সেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক মহুয়া চৌধুরী। দ্বিতীয় দিনে বিচারকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে যোগ দেন রাজ্যের প্রাক্তন আই পি এস সন্ধি মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় দিন কমিশনের সদস্যরা এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনশুনানী থেকে উঠে আসা শিশু অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলি সংবাদ মাধ্যমের কাছে জানান এবং শিশু অধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া এবং আইনি সচেতনতা বাড়াবার জন্য আবেদন জানান। কমিশনের পক্ষ থেকে শিক্ষা দপ্তরের দুটি বিজ্ঞপ্তির কড়া সমালোচনা করা হয়। একটি বিজ্ঞপ্তি, ২৪০ টাকার উন্নয়ন ফি সংক্রান্ত এবং অপর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে পড়ুয়াদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া না গেলেও শ্রেণিকক্ষ থেকে বাইরে বের করে দেওয়া যাবে, খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া, স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী ফাইন করা যেতে পারে। কমিশনের পক্ষ থেকে দুটি বিজ্ঞপ্তিই আইনের নিয়মবিরুদ্ধ। শ্রীমতী শান্তা সিনহা জানান। সারা দেশে কেবলমাত্র যে ৫টি রাজ্য এখনও পর্যন্ত শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের জন্য নিয়মবিধি কার্যকর করেনি, পশ্চিমবঙ্গ তাঁদের মধ্যে একটি।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক সক্রিয়ভাবে এই জনশুনানীতে অংশগ্রহণ করে। ওয়েবেনের পক্ষ থেকে মোট ১১৯টি অভিযোগ কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হয়। জনশুনানীর জন্য যে ৩৫টি অভিযোগ নির্বাচিত হয় তার মধ্যে ১৬টি অভিযোগ ওয়েবেনের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল।

আগামী বছর থেকে প্রাথমিকে আবার চালু হচ্ছে বৃত্তি পরীক্ষা

সংবাদ সংকলন : পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ২০১২ সাল থেকে প্রাথমিকে আবার চালু হচ্ছে বৃত্তি পরীক্ষা। পূর্বতন সরকারের আমলে ১৯৮৩ সালের পর আর এই পরীক্ষা হয়নি।

ছাত্রীদের রক্তাল্পতা দূর করতে আয়রন ট্যাবলেট দেওয়া হবে রাজ্যের স্কুলগুলিতে

সংবাদ সংকলন : পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠরতা প্রায় ৫০ লক্ষ ছাত্রীকে প্রতি সপ্তাহে আয়রন ট্যাবলেট দেওয়া হবে। বয়ঃসন্ধিকালে রক্তাল্পতায় আক্রান্ত অধিকাংশ ছাত্রীই শারীরিকভাবে দুর্বল। ফলে তাদের পড়াশোনাও ব্যহত হয়। সংবাদসূত্র অনুসারে, ১০-১৮ বছরের মধ্যে ৯৮ শতাংশ মেয়েই রক্তাল্পদায় ভোগে। চলতি বছরের ১৪ নভেম্বর (শিশুদিবস) থেকে এই প্রকল্প শুরু হচ্ছে। চলবে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের মেয়েদের অপুষ্টি ও রক্তাল্পতার মতো বহুদিনের সমস্যা সমাধান হতে পারে।

ভর্তির সময় বাছাই নিষিদ্ধ

সংবাদ সংকলন : সম্প্রতি NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights) রাজ্যগুলির শিক্ষাসচিবদের চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় কোনোরকম বাছাই করা চলবে না। ভর্তির সময় কোনো ক্যাপিটেশন ফি-ও নেওয়া চলবেনা, কারণ তা শিক্ষা অধিকার আইন-এর পরিপন্থী। নভোদয় স্কুল কর্তৃপক্ষকেও এই চিঠি পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষা অধিকার আইন থাকলেও শিশুরা বিদ্যালয়ের আঙ্গিনার বাইরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০১০ সালের ১ এপ্রিল থেকে সারা দেশে 'বিনাব্যয়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯' কার্যকর হলেও এখনও পর্যন্ত ৬ থেকে ১৪ বছরের বহু শিশু তাদের স্কুলে পড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমাদের রাজ্যেও বহু শিশু এখনও বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় পৌঁছতে পারেনি। শিক্ষার আঙ্গিনায় না পৌঁছানো এই শিশুরাই শিশুশ্রমিকে পরিণত হয় কিংবা পাচার হয়ে যায়। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পৌরসভার ২, ৪ এবং ১১ নং ওয়ার্ডে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'মারফৎ' একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন ১৭৯ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। এদের মধ্যে ১০২ জন বালক এবং ৭৭ জন বালিকা। এই শিশুদের কেউ মিষ্টির দোকানের হেল্পার, কেউবা দিনমজুরের কাজ করে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনতে মারফৎ সংগঠনের পক্ষ থেকে সমীক্ষার তথ্য সহ একটি আবেদন জেলাশাসক, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক (সেকেন্ডারি)-কে জমা দেওয়া হয়েছে। মারফৎ সংগঠনের সম্পাদক অরূপ কুমার দাস জানান, শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯-এর প্রেক্ষিতেই এই আবেদন করা হয়েছে। আশা করা যায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

■ ওয়েবেন সংবাদ ■

উত্তরবঙ্গে ওয়েবেনের সংগঠন ঢেলে সাজানো হল

গত **১৮ সেপ্টেম্বর** কোচবিহারের হোটেল যুবরাজ-এ অনুষ্ঠিত ক্রাই ও তার সহযোগীদের এক সভায় ওয়েবেনের উত্তরবঙ্গের পরিচালন কমিটি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলার বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও অন্যান্যদের নিয়ে একটি তের সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হবে এবং ভিক্টর বসু এর আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব নেবেন।

ধারণা বৃদ্ধি কর্মশালা

বিষয় : ওয়েবেন-এর দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উত্তর ২৪ পরগনা : গত **৫ সেপ্টেম্বর** জেলা নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে বসিরহাটে BVNEWS-এর অফিসে একটি ধারণা শিবিরের আয়োজন করা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল ওয়েবেন দর্শন। ধারণা শিবির আয়োজনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শুরুতে অন্যতম জেলা আহ্বায়ক হাসানুজ্জামান জানান, জেলায় যেসব নতুন সদস্য এসেছেন এবং পুরানো সদস্যরা আছেন ওয়েবেন সম্পর্কে তাদের ধারণা আরো স্বচ্ছ করার জন্যই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। মূল আলোচনা শুরু হলে প্রথমে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী, জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি ও নাফরে জন আন্দোলনর সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য গৌরগোপাল সরদার মহাশয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে সংক্ষেপে শিক্ষার গুরুত্ব এবং ওয়েবেন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেন। শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে ওয়েবেন ও নাফরের ভূমিকা ও আন্দোলনের সংক্ষিপ্তসারও তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ওয়েবেনের মূল লক্ষ্য হল পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসা এবং এর জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা। এরপর ওয়েবেনের দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন রাজ্য সঞ্চালক চিররঞ্জন পাল। তিনি বলেন, আলোচনার ভিত্তিতে এই পর্বটি চালালে ভাল হয়। তিনি আলোচনার শুরুতে বলেন, ওয়েবেন অনেক মানুষের সমাহার, যারা সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেকের মধ্যেই সমাজ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। আজকের সভায় ওয়েবেনের দর্শন নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয়েছিল ওয়েবেনের এই বছরের বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভায় জেলা প্রতিনিধিদের বক্তব্য থেকে উঠে এসেছে যে সদস্যদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণার অভাব রয়েছে। ওয়েবেনের কর্মসূচী, দর্শন বিষয়ে ধারণার অভাব রয়েছে। অনেক সময় নতুন-পুরানো সদস্যদের মধ্যে সমণ্বয়ের অভাবও ঘটে থাকে। এরপর তিনি দর্শনের সজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন প্রত্যেকের নিজস্ব ধারণা রয়েছে, আমরা সমাজ সম্পর্কে সন্তুষ্ট নই। তবে সমাজের সার্বিক বিকাশে আমাদের ভূমিকা রয়েছে। বহু মানুষ এই বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন, কাজ করছেন। তিনি ব্রিটিশ সময়কালের শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখ করে বলেন, ভারতবর্ষের সামাজিক পরিকাঠামো অনুযায়ী শ্রেণিভিত্তিক পার্থক্য ছিল, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যই ছিল ভিন্ন, শাসকরা নিজেদের প্রয়োজনে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষের অধিকার নেই। স্বাধীনতার পরও শিশুদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তিনি শিক্ষার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। শিক্ষা আন্দোলনে সমমানের শিক্ষার দাবিতে ক্রাই-এর কিছু পার্টনারের মিলিত উদ্যোগে ওয়েবেনের জন্ম হয়। এরপর তিনি ওয়েবেনে কারা যুক্ত হতে পারেন ও ওয়েবেনের লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়াও দেশের শিক্ষানীতি, বহুস্তরীয় শিক্ষাব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সনদে সাক্ষরকারী দেশ হিসেবে ভারতের কর্তব্য ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেন। সকলের জন্য সমান শিক্ষাব্যবস্থার কথা রাষ্ট্র স্বীকার করলেও বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। বক্তব্যের শেষে সদস্যদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, শিক্ষা অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আইনটির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা ও কাজ করতে হবে। আইনে ও সমাজে যে বৈষম্যগুলি আছে তা দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। আইন লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি নিয়মিত জাতীয় শিশু সুরক্ষা আয়োগের কাছে পাঠাতে হবে। রাজ্য শিশু সুরক্ষা আয়োগ গঠিত হলে তাদের কাছেও পাঠাতে হবে। শিক্ষা অধিকার আইন ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য লাগু করার জন্যও দাবি তুলতে হবে। শিবির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সালাউদ্দিন সরদার।

উত্তর দিনাজপুর : জেলা নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে গত **২৬ সেপ্টেম্বর** ওয়েবেন-এর দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে ধারণা বৃদ্ধির কর্মাশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় মোহনবাটি, রায়গঞ্জে অবস্থিত জেলা অফিসে। কর্মশালায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী জয়ন্ত সাহা। দর্শন, দর্শনের দু'টি প্রধান ধারা ভাববাদ ও বাস্তবাদ, সমাজ বিকাশের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, ওয়েবেন সংগঠনের দর্শন, নেটওয়ার্কের গঠন ও বিস্তৃতি, নেটওয়ার্কের কাজ ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করেন ওয়েবেনের রাজ্য সঞ্চালক। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত সদস্যদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। সভাপতি জয়ন্ত সাহা সংগঠনের কাজকে আরও গতিশীল কারার উদ্দেশ্যে সকলকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান এবং বেশ কিছু ইতিবাচক প্রস্তাব দেন। তিনি সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনের এপর জোর দেন।

মুর্শিদাবাদ : জেলা নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে গত **৯ অক্টোবর** জেলা কার্য্যকরী কমিটির সদস্যদের ওয়েবেন-এর দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে ধারণা বৃদ্ধির জন্য এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ওয়েবেন-এর রাজ্য আহ্বায়ক রুহুল আমিন আলোচনার শুরুতে জেলা নেটওয়ার্কের সাংগঠনিক দিকগুলি শক্তিশালী করার জন্য পরামর্শ দেন। এরপর রাজ্য সঞ্চালক দর্শন, দর্শনের দুটি প্রধান ধারা ভাববাদ ও বস্তুবাদ, সমাজ বিকাশের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, শ্রেণিসমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য, কমন স্কুল সিস্টেম ও ওয়েবেন-এর দর্শন, ওয়েবেন-এর কর্মসূচী বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত সদস্যরাও তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। উপস্থিত সদস্যরা সকলেই ওয়েবেন-এর দর্শন ও কর্মসূচী গ্রামস্তরে পৌঁছে দেবার অঙ্গীকার করেন।

মালদহ : জেলা নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত **১৫ অক্টোবর** ওয়েবেন-এর দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে ধারণা বৃদ্ধির কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পরিচয় পর্বের পর দর্শন, দর্শনের দুটি প্রধান ধারা ভাববাদ ও বস্তুবাদ, সমাজ বিকাশের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, ওয়েবেন সংগঠনের দর্শন, নেটওয়ার্কের গঠন ও বিস্তৃতি, নেটওয়ার্কের কাজ ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করেন ওয়েবেনের রাজ্য সঞ্চালক। কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ওয়েবেন-এর রাজ্য আহ্বায়ক রুহুল আমিন। তিনি জেলার নতুন নতুন ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ওয়েবেন-এর কাজ বিস্তৃত করার আহ্বান জানান সদস্যদের কাছে।

★

পূর্ব মেদিনীপুরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা:

গত **২৯শে জুন** খেজুরি-১ ব্লক এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে খেজুরি দক্ষিণ চক্র অফিসে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের সঙ্গে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন দক্ষিণ চক্র অফিসের পরিদর্শক দিলীপ আদক মহাশয়। সভার শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন জেলার অন্যতম আহ্বায়ক সমর বরণ মান্না। তিনি তার বক্তব্যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সহ বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করেন, যেমন - বহুস্তরীয় শিক্ষাব্যস্থা, শিশুর সজ্ঞা, গুণগত মানের শিক্ষাব্যবস্থা, বিদ্যালয় পরিকাঠামো, বিদ্যালয় কমিটি, বিদ্যালয়ে শাস্তি প্রভৃতি। এরপর জেলা সঞ্চালক তাপস জানা বলেন শিশুদের শিক্ষার অধিকার ও সুরক্ষার জন্য আইন থাকলেও সঠিক প্রয়োগের অভাবে শিশু পাচার, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইন থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়গুলিতে অতিরিক্ত ফি নেওয়া অব্যাহত। এরপর খেজুরি-১ নং ব্লকের ব্লক আহ্বায়ক ঠাকুরদাস মন্ডল মহাশয় এই সভা আহ্বান করার জন্য খেজুরি দক্ষিণ চক্র, কামারদার অবর পরিদর্শককে ধন্যবাদ জানান ও তার আন্তরিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন পড়শনো ছাড়াও তাদের অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়,যেমন মিড-ডে-মিলের জন্য তাদের প্রচুর সময় ব্যয় হয়। শেষে তারা ওয়েবেনের আন্দোলনর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এবং ভবিষ্যতে ওয়েবেনের কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন বলে জানান।

★

উত্তর ২৪ পরগনা শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা:

শিক্ষার অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গত **২৩ সেপ্টেম্বর** জেলার কর্মীদের জন্য একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় গৌর গোপাল সরদার মহাশয় আইনের ইতিবাচক এ নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে বিস্তৃত বক্তব্য রাখেন।

★

জুভেনাইল জাস্টিস এ্যাক্ট বিষয়ে ধারণাবৃদ্ধির কর্মশালা

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত **২৪ অক্টোবর** আটঘরা বিকাশ কেন্দ্রে 'জুভেনাইল জাস্টিস এ্যাক্ট' বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সম্পদ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির শ্রী অশোক ঘোষ। তিনি এই আইনে শিশু বলতে কাকে বোঝায়, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কার্যকাল ও ক্ষমতা, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা, পরিত্যক্ত শিশুর দত্তক গ্রহণের পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রকার হোমের ভূমিকা, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের কাজের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন ওয়েবেন-এর রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ও নাফরে জন আন্দোলন-এর সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য শ্রী গৌরগোপাল সরদার।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত **৩০ সেপ্টেম্বর** নেটওয়ার্কের জেলা কার্য্যালয় কাঁথি ভূবন ভিলাতে জুভেনাইল জাস্টিস এ্যাক্ট বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ওয়েবেন-এর প্রাক্তন রাজ্য আহ্বায়ক ও বর্তমান রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রাক্তন সদস্য স্বপন পন্ডা আইনটির প্রেক্ষাপট, আইনটির বিভিন্ন ধারা, জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির ভূমিকা, পরিত্যক্ত শিশুর দত্তক গ্রহণের পদ্ধতি, শিশু সুরক্ষায় এই আইনের প্রয়োগে সমাজকর্মীদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা করেন। জেলার ১৫টি ব্লকের মোট ২২ জন সদস্য এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। জেলা কার্য্যকরী কমিটির সদস্য ও সম্ভাব্য সম্পদ ব্যক্তিরা এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

★

আলোচনাচক্র: কি পড়ছে আজকের শিশুরা:

গত **৯ সেপ্টেম্বর** বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটির উদ্যোগে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ভবনের বিবেকানন্দ হল-এ। বিষয় ছিল আজকের শিশুরা কি পড়ছে ? আলোচনা শুরুর প্রথমে স্বাগত ভাষণ দেন সোসাইটির পক্ষে অতনু সাঁই মহাশয়। তিনি বিক্রমশীলার উদ্দেশ্য, কার্যকলাপ নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর বিক্রমশীলার পরিচালিকা শুভ্রা চ্যাটার্জী মহাশয়া তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই কয়েকজন স্কুলছাত্রছাত্রীর কেস স্টাডি তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমের ছেলেমেয়েরা পড়ার বই ছাড়াও আর কি কি পড়ছে সে বিষয়গুলি তুলে ধরেন। বর্তমানে ছেলেমেয়েদের

ওয়েবেন সাংগঠনিক রিপোর্ট : জেলা কার্য্যকরী পরিষদের সভা

তারিখ	জেলা	সভার স্থান	উপস্থিতি	আলোচ্য বিষয়	কয়েকটি সিদ্ধান্ত	পরবর্তী সভার স্থান/দিন
০৫.০৯.১১	উত্তর ২৪ পরগনা	বসিরহাটে BVNEWS-এর কার্যালয়	জেলার সদস্য ও কার্যকর্তাবৃন্ধ		১) জেলার প্রোগ্রামের দিনেই বিলগুলি সংগ্রহ করে রাখা ও সম্ভব হলে মাসের ৩০ তারিখে রাজ্য অফিসে বিল জমা দিতে হবে। ২) জেলা কার্য্যনির্বাহী সদস্যদের তালিকায় নতুন সদস্যদের invitee member হিসেবে রাখা হবে ৩) সদস্যদের ই-মেল-এর মাধ্যমে সমপথ, তথ্য, মিনিটস পাঠানো হবে, সালাউদ্দিন সরদার এই কাজটি করবেন। ৪) জেলা পরিকল্পনাতে শিক্ষা অধিকার আইনের লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি সংগ্রহ করা হবে। সংখ্যাতত্ত্বের বিচার না করে গুণগতভাবে কাজ করতে হবে।	পরবর্তী সভা হবে আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর, বিথারী দিশাতে, ঐদিন শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে সদস্যদের ধারণা বৃদ্ধি করা হবে।
২৩.০৯.১১	উত্তর ২৪ পরগনা	বিথারী দিশা কার্যালয়	জেলার সদস্য ও কার্যকর্তাবৃন্ধ			২৪ অক্টোবর বিকাশ কেন্দ্র

পড়ার সুযোগ ও পছন্দ করার সুযোগের অপ্রতুলতার কথা তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি বর্তমান সময়ে বইয়ের তালিকার অভাবের কথাও বলেন। এরপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা রিমি চ্যাটার্জী। তিনি বলেন, বর্তমানে বাচ্ছারা যা কিছু পড়ছে, তার অধিকাংশই তাদের সামনে অন্য কোনো জগতের সন্ধান এনে দেয়না, বেশীরভাগ বইগুলি তাদের কাছে শাস্তির মত হয়ে দাঁড়ায়। এরপর তিনি বর্তমানে বিষয়গুলির মধ্যে যেসব গ্যাপ (gap) রয়েছে, তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন শিশুদের বাস্তবসম্মত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন, যা তাদের জন্য প্রয়োগযোগ্য। তিনি শিশুদের পড়ার বিষয়কে বেছে নেওয়ার অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন। পরের বক্তা ছিলেন অধ্যাপিকা পারমিতা চক্রবর্তী। তিনি তাঁর বক্তব্যে পাঠ্যবই ও অন্যান্য বই-এর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে শুধু বই পড়া নয়, টিভি দেখাটাও এক ধরণের পড়া। তিনি শিশুদের মধ্যে দুটি বিভাজনের কথা বলেন - ১) যারা পাঠ্যবই ছাড়া অন্যান্য বই পড়েনা ও ২) যারা পাঠ্যবই-এর সঙ্গে অন্যান্য বই পড়ার সুযোগ পায়। তিনি আরও বলেন, কি পড়ছে, সেটার থেকে কিভাবে পড়ছে সেটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে পাঠ্য বইগুলি পুনর্বার বিবেচনা করে তৈরি করা উচিত। যাদের অন্য বই পড়ার সুযোগ নেই তাদের কাছে পাঠ্যবইগুলি যেন অন্য বই-এর বিকল্প হয়ে ওঠে। তিনি এটাও বলেন সমকালীন সাহিত্য পাঠ্যবইতে যুক্ত করার প্রয়োজন আছে। প্রকাশক ও শিশু অথবা অভিভাবকদের মধ্যে যোগসূত্রতা নেই, অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের মধ্যে পার্থক্য থেকে যায়। তিনি বিক্রমশীলার পিটারা-র কথা উল্লেখ করেন যেগুলি শিশুদের পড়ানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রীমতি চক্রবর্তীও বাস্তবসম্মত বিষয়গুলি পাঠ্যপুস্তক ও গল্পের জন্য নির্বাচন করা উচিত বলে মনে করেন। তিনি শিশুদের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য শিক্ষকদের ভূমিকার ওপরও গুরুত্ব দেন। এরপর অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন, যেখানে বেশ কিছু ইতিবাচক কাজের উদাহরণ উঠে আসে। অধ্যাপিকা চ্যাটার্জী বলেন যে বর্তমানের বিদ্যালয়ের যে পরিকাঠামো তা অনেকটা উনিশ শতকের মত। বিদ্যালয় একটি কারখানা, শিশুদের এখানে কারখানার শ্রমিকের মত ব্যবহার করা হয়, তাই শিক্ষকদের মানসিকতারও পরিবর্তন হয়না। এই ব্যবস্থা অবশ্যই বদলানো দরকার। অনুষ্ঠানের শেষে শ্রী সাঁই সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও বিক্রমশীলার পিটারা (শিক্ষণ সামগ্রী) সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য পিটারা সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৬ টা পর্যন্ত খোলা থাকে বলে তিনি জানান।

প্রতিবন্ধী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও শিক্ষার অধিকার বিষয়ে সেমিনার:

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেশাল এডুকেশন এ্যান্ড হায়ার এডুকেশন ফর দ্য পারসনস্ উইথ স্পেশাল নিড এবং শ্রুতি ডিসেবিলিটি রাইটস্ সেন্টার - এর যৌথ উদ্যোগে অনিতা ব্যানার্জী মেমোরিয়াল হলে গত ৮ **এবং ৯ সেপ্টেম্বর** 'প্রতিবন্ধী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও বর্তমান সময়ে শিক্ষার অধিকার' বিষয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য অধ্যাপক সিদ্ধার্থ দত্ত বলেন, অধিগম্যতা ও সমতার জন্য সকলের যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক সঞ্জয় গোপাল সরকার বলেন, আইন থাকলেও প্রয়োগের জন্য সকলের উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছার। অধ্যাপক দীপান্বিতা ঘোষ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেশাল এডুকেশন এ্যান্ড হায়ার এডুকেশন ফর দ্য পারসনস্ উইথ স্পেশাল নিড বিভাগের বর্তমান কর্মসূচি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। দু'দিনের এই আলোচনাসভায় প্রতিবন্ধী সম্পর্কে ভাবনা বা দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তন সম্পর্কে উপস্থিত সকল বক্তাই গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেন। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড-এর সহ পরিচালক ডঃ অশোক কুমার সিনহা সরকারিস্তরে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও মানুষদের জন্য যেসকল ব্যবস্থা আছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। শ্রুতি ডিসেবিলিটি রাইটস্ সেন্টার-এর পরিচালক শম্পা সেনগুপ্ত রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক চুক্তি এবং চুক্তি রূপায়ণে ভারত সরকারের অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সোসাইটি ফর ভিস্যুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড-এর সহ-সভাপতি ডঃ রুমা চ্যাটার্জী প্রস্তাবিত 'দ্য রাইটস্ অফ পারসনস্ উইথ ডিসেবিলিটি বিল, ২০১১-এ শিক্ষার অধিকার সম্পর্কিত ধারাগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস-কোলকাতার পক্ষে ডঃ নন্দিনী ঘোষ গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে প্রতিবন্ধী মানুষদের অবস্থান সম্পর্কে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিন ডিন অফ স্টুডেন্টস ডঃ রজত রায় সভার শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান। এপিজয় স্কুলের স্পেশাল এডুকেটর সঞ্চিতা বসু তাঁদের বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ও সাধারণ শিশুদের একই সাথে পড়াবার ও তার ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। নর্থ বেঙ্গল কাউন্সিল ফর দ্য ডিসেবেল্ড-এর পক্ষে সমাজকর্মী বাসন্তী দাস উত্তরবঙ্গে তাঁদের ও বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের কাজের বিবরণ দেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়-এর সেন্টার ফর ডিফারেন্টলি এবেল্ড পারসন-এর কাজ সম্পর্কেও তিনি বক্তব্য রাখেন।

দু'দিনের এই সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশ কিছু সফল প্রতিবন্ধী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। মহঃ আসিফ খাতুন বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়ছেন। মেন্টএইড-এর দু'জন প্রতিনিধিও তাঁদের জীবনের সফলতা ও অভিজ্ঞতার কথা জানান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবাধিকার বিভাগের সহ অধ্যাপিকা ডঃ পায়েল রায়চৌধুরী সংবিধানের প্রেক্ষিতে রাইটস্ টু ইনক্লুসিভ এডুকেশন বিষয়ে তাঁর মতামত জানান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ জে কে দাস আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ্-এর প্রেক্ষিতে আলোচনা করেন।
দুদিন ব্যাপী এই আলোচনাসভা পরিচালনাকরেন অধ্যাপিকা দীপান্বিতা ঘোষ।

আলোচনাচক্র: পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাচিত্র:

গত ২৪ **সেপ্টেম্বর** Educational Technology & Management Academy ও Jeevan Foundation-এর যৌথ উদ্যোগে কলকাতার রোটারী সদনে একটি সেমিনারের আয়োজন হয়। আলোচনার বিষয় ছিল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাচিত্র। উপস্থিত বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সৌগত রায়, অধ্যাপক মর্মর রায় (Director, Educational Technology & Management Academy), অধ্যাপক সুদেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। "West Bengal Education 2025"-এই শিরোনামে প্রস্তুত উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে পেশ করা একটি ডকুমেন্টের উপর ভিত্তি করে আলোচনা হয়।

ওয়েবেনের পক্ষ থেকে সিলেবাস রিভিউ কমিটিকে দেওয়া প্রস্তাবনা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনকে পর্যালোচনা করে নতুনভাবে সিলেবাস তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটিতে আছেন অধ্যাপক, সরকারি আধিকারিক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন সেই সমস্ত মানুষজন। তাঁরা পর্যালোচনা ও আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের পঠনপাঠনের উপযুক্ত করে সিলেবাস তৈরি করার জন্য কাজ করছেন। ওয়েবেনের চিন্তাভাবনা এই কমিটির কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংগঠনের সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য শিশুকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক সিলেবাস তৈরিতে সাহায্য করা। এই অনুসারে গত ৯ই সেপ্টেম্বর কমিটির সদস্য-সচিব শ্রী দিব্যগোপাল ঘটকের কাছে ওয়েবেনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু প্রস্তাবনা জমা দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবনা তৈরিতে ওয়েবেনের সদস্যরা ছাড়াও ওয়েবেনের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু সংগঠন, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শুভানুধ্যায়ী সাহায্য করেছেন। ওয়েবেনের পক্ষ থেকে দেওয়া প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ :

১। NCF-২০০৫ সিলেবাস তৈরির সময় অনুসরণ করতে হবে করতে হবে।
২। স্থানীয় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন (যেমন-স্থানীয় ঐতিহাসিক স্থান, স্থানীয় সমাজ সংস্কারক, সংগঠন, স্থানীয় পরিবেশ, আবহাওয়া, স্থানীয় পশুপাখি ইত্যাদি)
৩। প্রতিটি মাতৃভাষা/স্থানীয় ভাষায় পাঠ্যবই তৈরি করতে হবে
৪। জীবন কুশলতা শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন
৫। শিশু অধিকার বিষয় সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন
৬। ভারতীয় সংবিধান সহজভাবে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন
৭। এলাকাভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ, জীবনজীবিকা এবং পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কীত তথ্য থাকা প্রয়োজন
৮। স্বাস্থ্য শিক্ষা একটি পৃথক বিষয় হিসেবে রাখতে হবে। (যোগাসন, সাধারণ পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যাভ্যাস, ভেষজ গাছের ব্যবহার ইত্যাদি) এবং এটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখতে হবে
৯। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা, প্রথম শ্রেণি থেকেই শুরু করতে হবে এবং এই বিষয়টি অষ্টম শ্রেণির মধ্যে শেষ করতে হবে।
১০। সিলেবাসের ভার কমাতে হবে এবং কিছু বাস্তবসম্মত ও কার্য্যকরী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
১১। রাজ্যের সমস্ত বোর্ডের জন্য এক ধরণের সিলেবাস তৈরি করতে হবে।
১২। ক্লাসরুমের বাইরে গিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা (প্রোজেক্ট এবং হাতে কলমে শিক্ষাদান)

শ্রী ঘটক বিষয়গুলি নিয়ে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

‘‘শিশুর শ্রম’’ না ‘‘শ্রমের শিশু’’ ? ?

‘‘শিশু’’ আর ‘‘শ্রম’’ দুটি আপাতবিরোধী কথার একত্র অবস্থানে ‘‘শিশুশ্রম’’। শিশু কিভাবে শ্রম করবে অথবা শ্রমে কেন শিশুকে লাগবে এইসব প্রশ্নের উত্তর নেই। নেই আরও অনেক কিছু। খেলাধূলা নেই, পড়াশুনো নেই, স্বাভাবিক উচ্ছলতা নেই, নেই শৈশবের আনন্দ। কারণ শিশু হয়েও ওরা শ্রমিক। কার্পেট বোনার কাজে হোক, হোটেল বা রেস্টুরেন্ট হোক, চা-মিষ্টি-সাইকেল গ্যারেজ যে কোনো ধরনের দোকান হোক বা মোট বওয়ার কাজেই হোক - আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চারপাশে ওদের প্রতিদিন দেখা যায়। অথচ এমনটা হওয়ার কথা নয়। পরিবারের সুরক্ষায় যাদের থাকার কথা, অভিভাবকের পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে যাদের থাকার কথা, মা-বাবা-ভাই-বোন-দাদু-ঠাকুমার স্নেহ-ভালবাসার গন্ডী পেরিয়ে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত, নির্বান্ধব জগতে শিশুদের আজ দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র কিছু উপার্জনের তাগিদে। অথচ এই পরিস্থিতির প্রতিরোধে আইন আছে। যে সময়ে একটি শিশু বিদ্যালয়, খেলাধূলা, বন্ধুত্ব, মা-বাবার সাহচর্যে জীবনকে, জীবনের স্বাভাবিক আনন্দকে প্রতি পদে অনুভব-উপলব্ধি করতে করতে বড় হওয়ার কথা সেখানে মালিকের চোখ-রাঙানি, প্রহার ও আরও নানাবিধ অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে ওঠার প্রতিরোধে সরকারী আইন থাকা সত্ত্বেও তার কোনো প্রয়োগ নেই। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে স্তব্ধ করে দেওয়ার এই সংঘবদ্ধ প্রয়াসের বিরুদ্ধে মানুষ আজ আর প্রতিবাদী নয়। কতিপয় সমাজবিজ্ঞানী বা সমাজকর্মী এই সমস্যার গভীরতা-প্রভাব নিয়ে চিন্তাভবনা বা বিশ্লেষণ করলেও সমাজের একট বিরাট অংশ শুধুই দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। শুধু তাই নয় - অনেকে এই অন্যায়ের সমর্থনে যুক্তিও খাড়া করেন -‘‘তাহলে ওদের চলবে কি করে’’ - এই বলে।

আমাদের সংবিধানের ২৪ নং ধারায় স্পষ্টভাষায় ১৪ বছরের কমবয়সী শিশুদের কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে শিশুশ্রম (প্রতিরোধ) আইন প্রণয়ন করা হয় ১৯৮৬ সালে।

কিন্তু আজ থেকে ১৭৪ বছর আগে ১৮৩৭ সালে ‘‘চালর্স ডিকেন্স’’ লিখেছিলেন ‘‘Oliver Twist’’। শিশু শ্রমকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদের এক জীবন্ত দলিল। বইটি সারা বিশ্বেই তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। হয়তো তারই প্রতিক্রিয়ায় ১৮৩৯ সালে দ্বিতীয় দেশ হিসাবে জার্মানী শিশু শ্রমিক সংক্রান্ত জাতীয় আইন প্রণয়ন করে। (প্রথম দেশ গ্রেট ব্রিটেন ১৮০২ সালে নিয়ে আসে শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণ আইন।) শিশুশ্রমের অপব্যবহার রোধে আন্তর্জাতিক আইন বা সনদ অনুযায়ী ভারত সরকার একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে ঠিকই - কিন্তু আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বড়সড় গলদ রয়ে গেছে তার সব চাইতে বড় প্রমাণ ভারতবর্ষে আজও কয়েক কোটি শৈশবহীন শিশু রয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কেন এমন হয়? কেন এমন হবে? আগেই লিখেছি - উত্তর নেই।

১৯৮৬ সালে শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণ আইন জারির অনেক আগে ১৯৭৪-এর আগষ্টে ঘোষিত হয় শিশু কল্যাণে জাতীয় নীতি (National Policy for Children)। বলা হয়, মাতৃগর্ভে থাকার সময় ও জন্মের পরে, কিংবা বেড়ে ওঠার সময়টুকুতে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে পর্যাপ্ত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই এই নীতির আসল উদ্দেশ্য। এই নীতিকে আশ্রয় করে রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে একটি সঙ্গত সময়সীমার মধ্যে দেশের প্রতিটি শিশু অবশ্যপ্রাপ্য অধিকারগুলি ভোগ করতে পারে। ঐ নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গঠন করা হয় ‘‘জাতীয় শিশু পর্ষদ’’ (National Children's Board) - যার সভাপতি হন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তারপর? আজ প্রায় চার দশক পূর্ণ হতে চলেছে - আজও চালু আছে শিশুশ্রম নিংড়ে নিয়ে ব্যবসা বাড়ানোর কৌশল।

২০০৭-এর ২১শে মার্চ কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী রেনুকা চৌধুরী ঘোষণা করেন যে, সারা দেশে শিশুশ্রম প্রতিরোধ আইন (১৯৮৬) লঙ্ঘন করে শিশু শ্রমিক নিয়োগ করেছেন, এমন ৬০,৪৪২ জন মালিককে চিহ্নিত করা হয়েছে - আইন অনুযায়ী এদের শাস্তি দেওয়া হবে। যদিও তার কোনো খবর আর পাওয়া যায়নি।

স্বাধীনতার পরে ছয় দশক অধিক্রান্ত। পরিবেশ ও পরিস্থিতি আজ অনেক বদলে গেছে। কিন্তু শিশুশ্রমের অপচয় প্রবলভাবে রয়ে গেছে। পারিবারিক দারিদ্র্য তো আছেই, এর সাথে যুক্ত হয়েছে সামাজিক সমস্যা। শিল্পক্ষেত্রে কাজের ধারার যেভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে নির্মাণ শিল্পে ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। কৃষক থেকে শ্রমিকে পরিণত হওয়া জলভাত। আর এই সুযোগে মালিক ও প্রোমোটারের গোষ্ঠী কোথাও কোনো নিয়মকানুন না মেনে ব্যাপকহারে বেআইনী নিয়োগ চালিয়ে যাচ্ছে - মানা হচ্ছে না নূন্যতম শর্তসমূহ। বাড়ছে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা- কারণ শিশুশোষণ অনেক বেশি সহজ ও নিরাপদ। নিয়োগকারীরা বলেন মানবিক কারণে তারা গরিব বলে শিশুদের কাজে নিয়োগ করেন, নাহলে এরা অনাহারে মারা যেত। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আসলে এদের মজুরি কম, শোষণ করা সহজ, শিশুদের কোনো ইউনিয়ন নেই। সস্তা শ্রম মানে উৎপাদন খরচ কম। উৎপাদন খরচা কম মানে মুনাফা বেশি।

সমস্যার গভীরে অন্য সমস্যা। তার শেকড় আরো গভীরে। ‘‘শিশুশ্রম’’ যে কোনো সভ্য সমাজের কলঙ্ক, তার প্রতিকারে আইন তৈরি হল, প্রয়োগ হল না। প্রশ্ন, আইন করে কি শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব? আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য কি? শিশুশ্রম বন্ধ করা? না, যে যে পরিস্থিতিতে পড়ে শিশুরা শ্রমিক হতে বাধ্য হচ্ছে তার পরিবর্তন আনা? সবসময়ে যে দারিদ্রের চাপেই শিশুরা শ্রমিক হতে বাধ্য হয় এমনটা নয়। তাহলে কোন অন্তরনিহিত কারণে মা-বাবারা তাঁর আদরের সন্তানকে আজানা ভবিষ্যতে হাড়-ভাঙা খাটুনির মুখে ঠেলে দেয়?

আজকের সমাজে সকল শ্রমচিত্রেই শিশুর হাতের ছাপ বিরাজমান। যে জুতো আমরা পরি, যে কার্পেট দিয়ে হাঁটি, যে ফুটবল নিয়ে দাপাদাপি করি, যে চুড়ি মেয়েরা পরেন, যে চিকনের শাড়ি বা পাথর বসানো গহনা ব্যবহার করি, যে বাজি পুড়িয়ে আনন্দ করি, যে মাদুরে বসি, সকাল থেকে বিকেল, সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত সকল ব্যবহার্য জিনিসে শিশুর নরম হাতের স্পর্শ পাওয়া যায়, প্রায় সবকিছুর ভেতরেই মিশে আছে শিশুর শরীরের ঘাম, সকল ক্ষেত্রেই শিশুদের টেনে আনা হয় কম মজুরির স্বার্থে।

আবার পারিবারিক জীবিকাতেও শিশুরা অনেক সময়ে অবৈতনিক শ্রমিক হয়ে ওঠে। যিনি একটা ছোট মুদির দোকান, কি চায়ের দোকান, অথবা সেলুন চালান ক্লাস ফাইভ বা সিক্স অবধি পড়া ছেলেকে তিনি দোকানের কাজে লাগিয়ে দিলেন। একজন কর্মচারি নিয়োগ করতে হলে তাকে নগদ টাকায় বেতন দিতে হয়। নিজের ছেলেকে তা হচ্ছে না। পরিবারের অর্থ উপার্জনের কাজে এইভাবে শিশুটিও সামিল হয়ে যাচ্ছে অথচ তার শ্রমশক্তির কোনোও মূল্য হিসাবের খাতায় থাকল না।

হিসাবের খাতায় কি থাকল-কি থাকল না - তার চেয়েও বড় কথা, শিশু শ্রমিকের চাহিদাই শেষপর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়ায়। শিশুশ্রমিক অশিক্ষিত, শিশুশ্রমিক অদক্ষ, তাই তাদের মজুরি কম — আর তাই এত চাহিদা। চাহিদা আর যোগানের ভারসাম্য বজায় রাখতে শিক্ষা ছাড়া, প্রশিক্ষণ ছাড়া যে শিশুটি তার কর্মজীবনে একবার ঢুকে পড়ল, সে কিন্তু আর কখনই শিক্ষিত হওয়ার, প্রশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। এর সাথে আছে অল্প বয়সে হাতে কাঁচা টাকা এসে যাওয়ায় নানান বদভ্যাসের শিকার হওয়া। কাজের তাগিদে দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন। আজকের শিশুশ্রমিকরা অজান্তে আগামী দিনের শিশুশ্রম নিশ্চিত করে যাচ্ছে। যারা শিশুশ্রমিক তারা অল্প বয়সে রোজগার শুরু করার সাথে সাথে অনেকেই অল্প বয়সেই বিয়ে করে। ফলে এদের সন্তান সংখ্যাও বেশি হয়- বেশি হয় দারিদ্রও। একে দারিদ্র, তার উপর ছোট বয়সে কাজে ঢুকে পড়ার দরুন পড়ালেখা না হওয়ায় নিজেদের ছেলেমেয়েদেরও একই রাস্তায়

ছেড়ে দিতে তারা দ্বিধান্তিত হয়না। শিশুশ্রমের ঐতিহ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়।

শিশুশ্রম অন্যায়, অনৈতিক, অমানবিক-একথা সবাই শিকার করে। শিশুশ্রম বড় জটিল সমস্যা। এর পিছনে আছে একাধিক কারণ। এর প্রতিরোধার্থে প্রয়োজন এমন একটা দীর্ঘমেয়াদী, নিরবিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা, যা এই প্রথাকে চিরতরে লুপ্ত হতে সহায়ক হবে। আইনের রক্ষক, শ্রমিকের নিয়োগ কর্তা এবং নাগরিক সমাজ — সকলেই সক্রিয় হলেই এই কুপ্রথা লুপ্ত হবেই হবে। এই ত্রিমুখী দলকে নিয়ে গড়ে তুলতে হবে শিশুশ্রম প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি সুষ্ঠু ও সবল আচরণবিধি। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই যাতে এই আচরণবিধি মেনে চলে তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

শিশুদের শিক্ষা ও কল্যাণে যেসব কর্মসূচি রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে তাদের অভিভাবকদের অবহিত করানো খুব জরুরি। দেখতে হবে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিগুলির দ্বারা যাতে দরিদ্রতম ও দুর্বলতর শ্রেণির পরিবারগুলি প্রকৃত উপকৃত হয়। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রবণ এলাকার দিকেও।

সমষ্টিগতভাবে গ্রাম ও শহর এলাকাগুলিতে ''শিশু রক্ষা কমিটি'' গঠন করা দরকার যার সাথে যুক্ত থাকবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পুলিশ প্রতিনিধি, উন্নয়ন কমিটির প্রতিনিধিরা। শিশুদের কাজে লাগানো রোধ করতে এবং কর্মস্থল থেকে ফিরিয়ে আনতে, তাদের উপর লক্ষ্য-নজর রাখায় এই কমিটির বড় ভূমিকা থাকবে।

যদি সত্যিই ''শিশুরা দেশের সম্পদ'' হয়। যদি তারাই ''জাতির ভবিষ্যত' হয় তাহলে তারা এত অসুরক্ষিত কেন? যেসব শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য চিন্তাভাবনা নেই কেন? ভারতবর্ষে কোন অর্থনৈতিক বিকাশকে সুস্থায়ী করবে এরা? বাজারে, বাসষ্ট্যান্ডে, স্টেশনে যেসকল শিশুকে আমরা প্রতিদিন— হ্যাঁ, প্রতিদিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে দেখি, তাদের অবদানেই কি নব-ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত হবে??

প্রত্যেকের জীবনেই শৈশব আসে মাত্র একবার। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ শিশুর শৈশব অকালে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। রাতারাতি পরিবর্তন ঘটানো না গেলেও আমাদের-ই চেষ্টা করতে হবে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। আমরাই হয়তো প্রথম প্রজন্ম বলে চিহ্নিত হব যাদের অদম্য চেষ্টাতেই এক সুসভ্য সমাজ বিকাশের মধ্য দিয়ে সকল শিশুর জীবনে পরিবর্তন আসবে। আমরা কি করবো, কিভাবে করবো, তা কিন্তু আমাদেরই ঠিক করতে হবে। সংবিধানে পাওয়া অধিকারগুলি কার্যকর করতে, 'মমতা' শব্দটিকে প্রকৃত অর্থে বাস্তবায়িত করতে এবং প্রতিটি শিশুকে শিক্ষিত করে তুলতে আমাদেরই ব্রতী হতে হবে।

■ **দীপক বন্দোপাধ্যায়**

আগামী বছর থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের বিনামূল্যে বই দেবে রাজ্য সরকার : শিক্ষামন্ত্রী

সংবাদ সংকলন : ২০১২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ স্কুলশিক্ষা দপ্তর ১ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সব ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে রাজ্যের প্রায় সওয়া এক কোটি ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে। সরকারি ছাপাখানাতেই পাঠ্যবইগুলি ছাপানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ১১ অক্টোবর একথা জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বই বিলির কাজে তদারকি করবেন সর্বশিক্ষা মিশনের অধীন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রকল্প অফিসারেরা। ১৮ অক্টোবর থেকেই জেলায় জেলায় বই পাঠানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের পদস্থ কর্তারা আশ্বস্ত করেছেন আগামী বছরের ২ জানুয়ারী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সব পড়ুয়ার হাতেই পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হবে।

ভারতে সাক্ষরতার হার বাড়লেও বিদ্যালয় বহির্ভুত শিশুর সংখ্যা উদ্বেগজনক

ভারতে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭৪ শতাংশ, বিদ্যালয়ে নথিভুক্তিও বেড়েছে, কিন্তু স্কুলছুট তথা স্কুলের বাইরে থাকা শিশুর সংখ্যা সর্বশিক্ষা অভিযান-এর সাফল্যের ক্ষেত্রে এক বড় বাধা, এমনটাই জানিয়েছে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্ট। স্কুলের বাইরে থাকা শিশু বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে এক বড় চ্যালেঞ্জও বটে।

গত ২১ অক্টোবর প্রকাশিত ভারত মানব উন্নয়ন রিপোর্টে ('India Human Development Report 2011' prepared by Institute of Manpower Research) বলা হয়েছে, দেশে ৬-১৭ বছর বয়সে ১৯ শতাংশ শিশুর এখনও স্কুলের বাইরে রয়েছে। রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে ভারতেই বিশ্বের সবথেকে বেশি নিরক্ষরের বাস।

রিপোর্টের তথ্য থেকে জানা যায়, বিহার ও উড়িষ্যাতেই স্কুলের বাইরে থাকা শিশুর সংখ্যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক।

সাক্ষরতার হারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে ২০ শতাংশের ব্যবধান এখনও বজায় আছে বলে রিপোর্টটি জানিয়েছে। রিপোর্টটি আরও জানিয়েছে, তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাক্ষরতার হার জাতীয় গড়ের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। মুশলিমদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে তুলনায় অনেক বেশি।

নয়া দিল্লিতে ভারতের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রকাশ

সর্বোচ্চ আদালতের কড়া নির্দেশ স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে

সংবাদ সংকলন: গত ৯ আগষ্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত সাত দিনের মধ্যে প্রতিটি সরকারি স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ অমান্য করলে পরিণতি ভাল হবেনা বলেও হুঁশিয়ারী দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। ইতিপূর্বে আদালত ৩১শে মের মধ্যে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে বলেছিল। কিন্তু চারটি রাজ্য - উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও ঝাড়খন্ড - এই নির্দেশ কার্যকর করেনি। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তার জবাবদিহি করতে বলেছে আদালত। সর্বোচ্চ আদালত আরও বলেছে, যদি অন্য রাজ্যগুলিতেও ব্যর্থতা দেখা যায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিক্ষা উন্নয়ন সূচক : শিশুশিক্ষা পরিমাপের অন্যতম হাতিয়ার

■ রবি রায় ■

বুনিয়াদি শিক্ষাকে (প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তর) সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির অগ্রগতি মাপতে কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক National University of Educational Planning এ Administration-এর মাধ্যমে শিক্ষা উন্নয়ন সূচক বা Education Development Index (EDI) প্রবর্তন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে এই সূচক রাজ্যগুলিকে নিজ নিজ রাজ্যের প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার হাল জানতে এবং অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে।

এই সূচক মাপার জন্য চারটি প্রধান Parameter (ধ্রুবক) এবং তাদের অন্তর্গত ২২টি বিষয় (variables) স্থির করা হয়েছে। সেগুলি হল -

(১) **Access** – এর মধ্যে আছে ২টি বিষয়:
- Percentage of habitations not Served (কত শতাংশ বসতি এখনও (শিক্ষা-পরিষেবার) আওতায় আসেনি)
- Availability of Schools per 1000 Population (১০০০ জনসংখ্যা-প্রতি বিদ্যালয়ের সুযোগ)
- Ratio of Primary to Upper Primary Schools/Sections (only at Upper Primary stage)

(২) **Infrastructure** (পরিকাঠামো) – এর মধ্যে আছে ৫টি বিষয়:
- Average Student-Classrom Ratio (গড় ছাত্র-শ্রেণিকক্ষ অনুপাত)
- School with Student-Classroom Ratio greater > 60 (৬০-এর বেশি ছাত্র-শ্রেণিকক্ষ অনুপাত-বিশিষ্ট বিদ্যালয়)
- School without Drinking Water Facilities (পানীয় জলের সুবিধাহীন বিদ্যালয়)
- School with Boy's Toilet (ছেলেদের শৌচাগার আছে এমন বিদ্যালয়)
- School with Girl's Toilet (মেয়েদের শৌচাগার আছে এমন বিদ্যালয়)

(৩) **Teachers** (শিক্ষক) – এর মধ্যে আছে ৬টি বিষয়:
- Percentage of Female Teachers (শতাংশের হিসাবে মহিলা শিক্ষক)
- Pupil-Teacher Ratio (ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত)
- School with Pupil Teacher Ratio > 60 (৬০-এর বেশি ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত-বিশিষ্ট বিদ্যালয়)
- Single-Teacher Schools with more than 15 students (এক-শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয় যাতে ১৫ জনের বেশি ছাত্র আছে)
- Percentage of Schools with 3 or less Teachers (শতাংশের হিসাবে বিদ্যালয় যাতে ৩ জন বা তার কম শিক্ষক আছে)
- Teachers without Professional Qualification (পেশাগত প্রতিশক্ষণহীন শিক্ষক)

(৪) **Outcomes** (পরিণতি) – এর মধ্যে আছে ৯টি বিষয়:
- Gross Enrolmnt Ratio - Overall (মোট নথিভুক্তির অনুপাত - সর্বসমেত)
- Scheduled Castes : Gross Enrolment Ratio (তপশিলি জাতি : মোট নথিভুক্তির অনুপাত)
- Scheduled Tribes: Gross Enrolment Ratio (তপশিলি উপজাতি: মোট নথিভুক্তির অনুপাত)
- Gender Parity Index in Enrolmnt (নথিভুক্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমমর্যাদা সূচক)
- Repetition Rate
- Drop-out Rate (স্কুলছুটের হার)
- Ratio of Exit class over Class 1 Enrolment - Primary stage only
- Percentage of Passed Children to Total Enrolment (নথিভুক্ত মোট শিশুর কত শতাংশ উত্তীর্ণ)
- Percentage of Appeared Children passing with 60 per cent and above Marks (পরিক্ষায় বসা শিশুর কত শতাংশ ৬০ বা তার বেশি মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ)

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে DSISE (District Information System for Ecucation) পরিবেশিত তথ্যের উপর নির্ভর করে শিক্ষা উন্নয়ন সূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিটি বেশ জটিল। সংক্ষেপে শুধু এটুকুই বলা যায় বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্যগুলির অবস্থান অনুসারে ০ থেকে ১ এর মধ্যে নম্বর দেওয়া হয়ে থাকে এবং প্রাপ্ত নম্বরের (value) ভিত্তিতে তাদের rank নির্ধারিত হয়। এটি যেমন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে স্বতন্ত্রভাবে হয় তেমনি উভয়ে মিলিয়েও (composite) হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে এই সূচক রাজ্যগুলির মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নয়, বাস্তব অবস্থার চিত্রায়ন। আমরা এখন বিগত পাঁচ বছরের এই তথ্য দেখে নেব এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রাপ্ত value অনুসারে যে rank নির্ধারণ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে তাদের অগ্রগতি-অধোগতির পর্যালোচনা করব।

ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শিক্ষা উন্নয়ন সূচক
(২০০৫-০৬ - ২০০৯-১০)

প্রাথমিক : প্রাথমিকস্তরে রাজ্যগুলির তথ্য দেখলে প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হল পন্ডিচেরীর ক্রম-অগ্রগতি। আলোচ্য সময়কালে (২০০৫-০৬ - ২০০৯-১০) ছোট্ট এই রাজ্যটির অবস্থান

সারণি-ক

ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শিক্ষা উন্নয়ন সূচক অনুসারে র‍্যাঙ্ক

স্তর	র‍্যাঙ্ক	১	২	৩	৪	৫
		২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০
প্রাথমিক		**র‍্যাঙ্ক অনুসারে প্রথম ৫টি রাজ্য**				
	১	দিল্লি	দিল্লি	পন্ডিচেরী	পন্ডিচেরী	পন্ডিচেরী
	২	তামিলনাড়ু	পন্ডিচেরী	দিল্লি	লাক্ষদ্বীপ	লাক্ষদ্বীপ
	৩	কেরেলা	কেরেলা	লাক্ষদ্বীপ	তামিলনাড়ু	কেরেলা
	৪	পন্ডিচেরী	তামিলনাড়ু	তামিলনাড়ু	হরিয়ানা	তামিলনাড়ু
	৫	চন্ডিগড়	চন্ডিগড়	কেরেলা	পাঞ্জাব	আ.ও নি. দ্বীপপুঞ্জ
		র‍্যাঙ্ক অনুসারে শেষ ৫টি রাজ্য				
	৩১	আসাম	মধ্যপ্রদেশ	মেঘালয়	মেঘালয়	আসাম
	৩২	**পশ্চিমবঙ্গ**	আসাম	আসাম	বিহার	বিহার
	৩৩	ঝাড়খন্ড	অরুণাচল প্রদেশ	ঝাড়খন্ড	মনিপুর	মেঘালয়
	৩৪	অরুণাচল প্রদেশ	ঝাড়খন্ড	অরুণাচল প্রদেশ	ঝাড়খন্ড	ঝাড়খন্ড
	৩৫	বিহার	বিহার	বিহার	আসাম	অরুণাচল প্রদেশ
উচ্চ প্রাথমিক		**র‍্যাঙ্ক অনুসারে প্রথম ৫টি রাজ্য**				
	১	কেরেলা	কেরেলা	কেরেলা	পন্ডিচেরী	পন্ডিচেরী
	২	পন্ডিচেরী	পন্ডিচেরী	লাক্ষদ্বীপ	লাক্ষদ্বীপ	লাক্ষদ্বীপ
	৩	চন্ডিগড়	তামিলনাড়ু	পন্ডিচেরী	কেরেলা	কেরেলা
	৪	তামিলনাড়ু	চন্ডিগড়	চন্ডিগড়	আ.ও নি. দ্বীপপুঞ্জ	আ.ও নি. দ্বীপপুঞ্জ
	৫	দিল্লি	দিল্লি	দিল্লি	দমন ও দিউ	চন্ডিগড়
		র‍্যাঙ্ক অনুসারে শেষ ৫টি রাজ্য				
	৩১	অরুণচল প্রদেশ	মধ্যপ্রদেশ	ছত্তিশগড়	অরুণাচল প্রদেশ	উত্তরপ্রদেশ
	৩২	উত্তরপ্রদেশ	ওড়িশা	অরুণাচল প্রদেশ	আসাম	আসাম
	৩৩	**পশ্চিমবঙ্গ**	**পশ্চিমবঙ্গ**	ঝাড়খন্ড	ঝাড়খন্ড	মেঘালয়
	৩৪	ঝাড়খন্ড	ঝাড়খন্ড	**পশ্চিমবঙ্গ**	**পশ্চিমবঙ্গ**	ঝাড়খন্ড
	৩৫	বিহার	বিহার	বিহার	বিহার	বিহার
উভয় মিলিয়ে		**র‍্যাঙ্ক অনুসারে প্রথম ৫টি রাজ্য**				
	১	কেরেলা	কেরেলা	পন্ডিচেরী	পন্ডিচেরী	পন্ডিচেরী
	২	দিল্লি	পন্ডিচেরী	কেরেলা	লাক্ষদ্বীপ	লাক্ষদ্বীপ
	৩	তামিলনাড়ু	দিল্লি	লাক্ষদ্বীপ	কেরেলা	কেরেলা
	৪	পন্ডিচেরী	তামিলনাড়ু	দিল্লি	হরিয়ানা	আ. ও নি. দ্বীপপুঞ্জ
	৫	চন্ডিগড়	চন্ডিগড়	তামিলনাড়ু	তামিলনাড়ু	তামিলনাড়ু
		র‍্যাঙ্ক অনুসারে শেষ ৫টি রাজ্য				
	৩১	উত্তরপ্রদেশ	আসাম	আসম	মেঘালয়	অরুণাচল প্রদেশ
	৩২	**পশ্চিমবঙ্গ**	অরুণাচল প্রদেশ	ঝাড়খন্ড	**পশ্চিমবঙ্গ**	আসাম
	৩৩	অরুণাচল প্রদেশ	**পশ্চিমবঙ্গ**	**পশ্চিমবঙ্গ**	আসাম	মেঘালয়
	৩৪	ঝাড়খন্ড	ঝাড়খন্ড	অরুণাচল প্রদেশ	বিহার	ঝাড়খন্ড
	৩৫	বিহার	বিহার	বিহার	ঝাড়খন্ড	বিহার

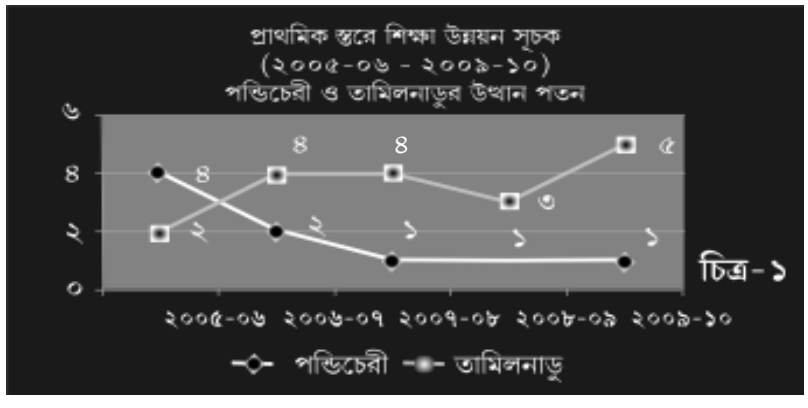

চিত্র-১

তালিকার উপর দিকে প্রথম থেকে পঞ্চম স্থানের মধ্যে। ২০০৫-০৬ সালে রাজ্যটির র‍্যাঙ্ক (rank) ছিল ৪, ২০০৬-০৭-এ ২, পরবর্তী তিন বছরে (২০০৬-০৭ - ২০০৯-১০) পর পর পেয়েছে প্রথম স্থান। অর্থাৎ দেশের মোট ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে প্রাথমিকস্তরে অগ্রগতির ক্ষেত্রে পন্ডিচেরীই সেরা। পন্ডিচেরীর পর উল্লেখযোগ্য নাম তামিলনাড়ু। এই রাজ্যটির অবস্থানও আলোচ্য সময়কালে তালিকার উপর দিকে প্রথম থেকে পঞ্চম স্থানের মধ্যে। ২০০৫-০৬ সালে রাজ্যটির র‍্যাঙ্ক (rank) ছিল ২, ২০০৬-০৭-এ নেমে হয় ৪, পরের বছরও (২০০৭-০৮) একই অবস্থান বজায় থাকে, পরের বছর (২০০৮-০৯) এক ধাপ

উঠে হয় ৩ কিন্তু ২০০৯-১০-এ আবার এক ধাপে নেমে আসে, অর্থাৎ অবস্থান হয় ৪। উত্থান-পতন হলেও এই দু'ই রাজ্য তালিকায় প্রথম থেকে পঞ্চমের মধ্যেই নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে। (সারণি-ক ও চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)

ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শিক্ষা উন্নয়ন সূচক

Primary Level : Educational Development Index (EDI)
All Schools : All Managements

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	প্রাথমিক									
	২০০৫-০৬		২০০৬-০৭		২০০৭-০৮		২০০৮-০৯		২০০৯-১০	
	সূচক	র‍্যাঙ্ক	সূচক	র‍্যাঙ্ক	সূচক	র‍্যাঙ্ক	সূচক	র‍্যাঙ্ক	সূচক	র‍্যাঙ্ক
আ. ও নি. দ্বীপপুঞ্জ	০.৫১১	২৬	০.৬৭০	৯	০.৬৫২	১৬	০.৬৬৪	১২	০.৬৬৩	৫
অন্ধ্রপ্রদেশ	০.৬০৪	১১	০.৬৩৯	১৫	০.৬৯৮	১২	০.৬৫৭	১৫	০.৫৬১	১৭
অরুণাচল প্রদেশ	০.৪১৭	৩৪	০.৪৩২	৩৩	০.৪২২	৩৪	০.৫১২	২৯	০.৩২৮	৩৫
আসাম	০.৪৫৪	৩১	০.৪৩৩	৩২	০.৪৬১	৩২	০.৪৪৬	৩৫	০.৩৮৬	৩১
বিহার	০.৩৩৫	৩৫	০.৩০৯	৩৫	০.৩৮৯	৩৫	০.৪৮০	৩২	০.৩৭৫	৩২
চন্ডিগড়	০.৬৪২	৫	০.৭০৯	৫	০.৭৩০	৬	০.৬৮৮	১০	০.৬৫৫	৭
ছত্তিশগড়	০.৫৫৭	১৬	০.৫১৭	২৭	০.৫৭৩	২৪	০.৫৫৪	২৬	০.৪৩৯	২৬
দাদরা ও নগর হাভেলি	০.৪৯২	২৯	০.৫০২	২৯	০.৫৮৮	২৩	০.৫৯৪	২২	০.৪৯৩	২২
দামন ও দিউ	০.৫৩৬	১৯	০.৬০১	১৮	০.৭১২	১০	০.৬৫৪	১৭	০.৬১২	৯
দিল্লি	০.৬৮৮	১	০.৭৬৭	১	০.৭৬৭	২	০.৭০১	৬	০.৬৫১	৮
গোয়া	০.৫২৯	২০	০.৬৩৬	১৬	০.৬৭৭	১৫	০.৬৫৮	১৪	০.৬০২	১১
গুজরাট	০.৫৯৫	১২	০.৬৫৫	১১	০.৭১৮	৮	০.৬৯৮	৭	০.৫৮৪	১৩
হরিয়ানা	০.৫২১	২২	০.৫৯১	২০	০.৭৩০	৭	০.৭১৪	৪	০.৫৯০	১২
হিমাচল প্রদেশ	০.৬৩০	৭	০.৬৭৫	৭	০.৬৪২	১৯	০.৬১১	২১	০.৫৬৭	১৬
জম্মু ও কাশ্মীর	০.৫৫৬	১৭	০.৫৯৯	১৯	০.৬৪৮	১৭	০.৫৮৬	২৪	০.৪০৪	৩০
ঝাড়খন্ড	০.৪২৮	৩৩	০.৩৬০	৩৪	০.৪৫৬	৩৩	০.৪৪৯	৩৪	০.৩৬৩	৩৪
কর্ণাটক	০.৬২৭	৮	০.৬৫৩	১২	০.৬৯৯	১১	০.৬৯৩	৮	০.৫৬৯	১৫
কেরেলা	০.৬৬০	৩	০.৭৫৬	৩	০.৭৪১	৫	০.৬৮৯	৯	০.৭০০	৩
লাক্ষাদ্বীপ	০.৬৩৫	৬	০.৬৭২	৮	০.৭৫৬	৩	০.৭৭৩	২	০.৭০৪	২
মধ্যপ্রদেশ	০.৫১৪	২৪	০.৪৭৮	৩১	০.৫৭২	২৬	০.৫৭১	২৫	০.৪৩৩	২৭
মহারাষ্ট্র	০.৫৯৩	১৩	০.৬৪৪	১৪	০.৬৮৫	১৩	০.৬৬০	১৩	০.৫৭৬	১৪
মনিপুর	০.৫২০	২৩	০.৫৪৭	২২	০.৫৩৭	২৯	০.৪৬৪	৩৩	০.৪১১	২৯
মেঘালয়	০.৫১২	২৫	০.৫১২	২৮	০.৫২৭	৩১	০.৪৯৮	৩১	০.৩৬৫	৩৩
মিজোরাম	০.৬২৩	৯	০.৬৬৩	১০	০.৬৭৯	১৪	০.৬৮৬	১১	০.৫৪৪	১৯
নাগাল্যান্ড	০.৫১০	২৮	০.৫৯০	২১	০.৬৩০	২১	০.৬৩৩	২০	০.৫৪৯	১৮
ওড়িশা	০.৫২২	২১	০.৫২৯	২৬	০.৫৫৪	২৮	০.৫৫৩	২৭	০.৪৬৮	২৩
পন্ডিচেরী	০.৬৫১	৪	০.৭৬১	২	০.৭৯৯	১	০.৭৯৭	১	০.৭৩৬	১
পাঞ্জাব	০.৫৬৮	১৫	০.৬৪৯	১৩	০.৭১২	৯	০.৭১৪	৫	০.৬৫৬	৬
রাজস্থান	০.৫৪০	১৮	০.৫৩২	২৫	০.৫৯৩	২২	০.৫৮৭	২৩	০.৪৫৮	২৫
সিকিম	০.৬১১	১০	০.৬৮৬	৬	০.৬৩৯	২০	০.৬৫৭	১৬	০.৬০৮	১০
তামিলনাড়ু	০.৬৭২	২	০.৭২৪	৪	০.৭৫২	৪	০.৭৪৭	৩	০.৬৭৭	৪
ত্রিপুরা	০.৫১১	২৭	০.৫৪২	২৩	০.৫৭২	২৫	০.৫০১	৩০	০.৪১৫	২৮
উত্তরপ্রদেশ	০.৪৮২	৩০	০.৫৩৮	২৪	০.৫৬৮	২৭	০.৬৫৪	১৮	০.৫৩৪	২১
উত্তরাখন্ড	০.৫৭৫	১৪	০.৬১৫	১৭	০.৬৪৩	১৮	০.৬৪৩	১৯	০.৫৩৮	২০
পশ্চিমবঙ্গ	০.৪৫৪	৩২	০.৫০০	৩০	০.৫৩৬	৩০	০.৫২৮	২৮	০.৪৬৭	২৪

দক্ষিণ ভারতের এই দুটি রাজ্য ছাড়া তালিকার উপরের দিকে থাকা আরও কয়েকটি রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ২০০৫-০৬ সালে তালিকায় দিল্লি ছিল প্রথম স্থানে। পরের বছরও (২০০৬-০৭) দিল্লি প্রথম স্থান ধরে রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু ২০০৭-০৮ সালে এই রাজ্য নেমে আসে

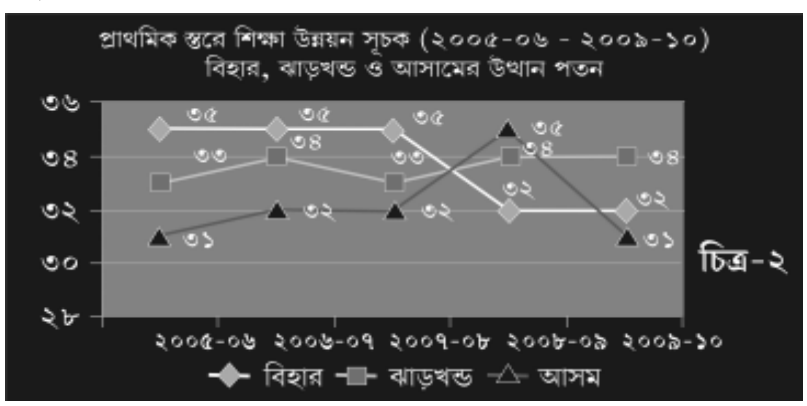

চিত্র-২

২য় স্থানে। এরপর ক্রমাবনতি - ২০০৮-০৯ সালে ৬ষ্ঠ ও ২০০৯-১০ সালে ৮ম। ২০০৫-০৬ সালে তালিকায় কেরালা ছিল তৃতীয় স্থানে। পরের বছরও (২০০৬-০৭) রাজ্যটি এই স্থান ধরে রেখেছিল। কিন্তু ২০০৭-০৮ সালে রাজ্যটি নেমে আসে ৫ম স্থানে। পরের বছর (২০০৮-০৯) আরও নেমে স্থান হয় ৯ম স্থানে। শেষ বছরে (২০০৯-১০) অবশ্য আবার তৃতীয় স্থানে উত্থান ঘটে। ২০০৫-০৬ সালে তালিকায় চন্ডিগড় ছিল পঞ্চম স্থানে। পরের বছরও (২০০৬-০৭) রাজ্যটি এই স্থান ধরে রেখেছিল। কিন্তু পরের বছরগুলিতে দিল্লির মতই আর তালিকার শীর্ষ পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে স্থান হয়নি। তালিকার শীর্ষ পাঁচের মধ্যে আরও ৪টি নাম উল্লেখযোগ্য - লাক্ষাদ্বীপ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপ-এর ধারাবাহিক উন্নতি লক্ষণীয়। ২০০৫-০৬ সালে তালিকায় লাক্ষাদ্বীপ ছিল ৬ষ্ঠ স্থানে এবং পরের বছর (২০০৬-০৭) ৮ম স্থানে। এরপরই ঢুকে পড়ে শীর্ষ পাঁচে - ২০০৭-০৮ সালে হয় ৩য়, ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ সালে ২য়। হরিয়ানা ২০০৭-০৮ সালের ৭ম স্থান থেকে ২০০৮-০৯ সালে দখল করে ৪র্থ স্থান। অন্যান্য বছরগুলিতে তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করতে পারেনি। হরিয়ানার মত পাঞ্জাবও ২০০৭-০৮) সালের ৯ম স্থান থেকে ২০০৮-০৯ সালে দখন করে ৫ম স্থান। পরের বছরই এক ধাপ নেমে চলে যায় ৬ষ্ঠ স্থানে। অন্যান্য বছরগুলিতে তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান দখন করতে পারেনি। কেন্দ্রশাসিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ শীর্ষ পাঁচের মধ্যে একবারই স্থান পায়, ২০০৯-১০ সালে হয় ৫ম। এটিও অন্যান্য বছরগুলিতে তালিকায় তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান দখন করতে পারেনি। (সারণি-ক এবং ১ দ্রষ্টব্য)

আলোচ্য সময়কালে (২০০৫-০৬ - ২০০৯-১০) প্রাথমিকস্তরে যে ৩টি রাজ্য র‍্যাঙ্ক অনুসারে শেষ পাঁচের (৩১-৩৫) মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে সেগুলি হল বিহার, ঝাড়খন্ড ও আসাম (সারণি-ক ও চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ এই রাজ্যগুলি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে সর্বাধিক পিছিয়ে রয়েছে। ২০০৫-০৬ থেকে ২০০৭-০৮ বিহারের স্থান তালিকায় ৩৫তম, অর্থাৎ সবার শেষে। তবে পরের দুবছর (২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০) এই রাজ্যের অবস্থান ৩৩তম, অর্থাৎ দুধাপ এগিয়েছে। ঝাড়খন্ড রাজ্যটির ২০০৫-০৬ সালে তালিকায় স্থান ছিল ৩৩, পরের বছর (২০০৬-০৭) এক ধাপ পিছিয়ে হয় ৩৪, এর পরের বছর (২০০৭-০৮) আবার ৩৩, এর পরের দু'বছর (২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০) আবার পতন, স্থান হয় ৩৫-এ। ২০০৫-০৬ সালে তালিকায় ৩১তম স্থানে ছিল আসাম, পরের দু'বছর (২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮) এক এক ধাপ পিছিয়ে হয় ৩২-এ, পরের বছর (২০০৮-০৯) নেমে যায় সর্বনিম্নে, তবে শেষ বছরে (২০০৯-১০) চার ধাপ এগিয়ে আবার পৌঁছে গেছে ৩১-এ। এরপরেই উল্লেখযোগ্য সাম অরুণাচল প্রদেশ। তথ্যে দেখা যাচ্ছে ২০০৫-০৬ সালে রাজ্যটির তালিকায় অবস্থান ছিল ৩৪, পরের বছর (২০০৬-০৭) এক ধাপ উঠে হয় ৩৩, এর পরের বছর (২০০৭-০৮) আবার ৩৪-এ নেমে যায়, চতুর্থ বছরে (২০০৯-১০) পৌঁছে যায় শেষতম লাফে পাঁচ ধাপ উঠে হয় ২৯, কিন্তু শেষ বছরে (২০০৯-১০) পৌঁছে যায় শেষতম স্থানে, ৩৫। ২০০৮-০৯ সালে ৩৩তম স্থানে থাকা মনিপুর প্রথম বছরে (২০০৫-০৬) ছিল ২৩, দ্বিতীয় বছরে (২০০৬-০৭) এক ধাপ এগিয়ে হয়েছিল ২২, তৃতীয় বছরে (২০০৭-০৮) ও শেষ বছরে (২০০৯-১০) অনেকটা পিছিয়ে স্থান পায় ২৯-এ। ২০০৫-০৬ সালে ৩২তম স্থানে থাকা পশ্চিমবঙ্গের পরের বছরগুলিতে ক্রমোন্নতি ঘটেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে (২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮) এই রাজ্য দু'ধাপ এগিয়ে ৩০-এ পৌঁছায়, চতুর্থ বছরে (২০০৮-০৯) আবার দু'ধাপ এগিয়ে পৌঁছায় ২৮-এ এবং শেষ বছরে (২০০৯-১০) পৌঁছে যায় ২৪তম স্থানে। শেষ পাঁচে থাকা রাজ্যগুলির অন্যতম মধ্যপ্রদেশ ২০০৬-০৭ সালে ছিল ৩১তম স্থানে, প্রথম বছরে (২০০৫-০৬) ২৪ তম স্থানে ছিল রাজ্যটি। পরের তিন বছরে (২০০৭-০৮ ২০০৯-১০) রাজ্যটি যথাক্রমে ২৬,২৫ ও ২৭তম স্থান দখল করে। শেষ পাঁচে থাকা সর্বশেষ রাজ্যটি হল মেঘালয়। রাজ্যটি পরপর দু'বছর (২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯) ছিল ৩১তম স্থানে। শেষ বছরে (২০০৯-১০) দু'ধাপ নেমে স্থান হয় ৩৩-এ। প্রথম দু'বছরে (২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭) রাজ্যটির স্থান ছিল যথাক্রমে ২৫ ও ২৮। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যটির ক্রমাবনতি ঘটেছে। (সারণি-ক এবং ১ দ্রষ্টব্য)

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উপরোক্ত রাজ্যগুলি ছাড়া বাকী রাজ্যগুলির সূচক তালিকায় অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য সময়কালে (২০০৫-০৬ - ২০০৯-১০) কয়েকটি রাজ্যের যেমন অগ্রগতি ঘটেছে তেমনি কয়েকটি আবার পিছিয়েও পড়েছে। ২০০৫-০৬-এর তুলনায় ২০০৯-১০-এ যেগুলির অগ্রগতি ঘটেছে সেগুলি হল - দাদরা ও নগর হাভেলি (২০০৫-০৬-এ হয়েছে ২২), দমন ও দিউ (২০০৫-০৬-এ ছিল ১৯, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ৯), গোয়া (২০০৫-০৬-এ ছিল ২০, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১১), নাগাল্যান্ড (২০০৫-০৬-এ ছিল ২৮, ২০০৯১০-এ হয়েছে ১৮) এবং উত্তরপ্রদেশ (২০০৫-০৬-এ ছিল ৩০, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২১) - মোট ৫টি। আর একইভাবে যেগুলির পশ্চাৎগতি ঘটেছে সেগুলি হল - অন্ধ্রপ্রদেশ (২০০৫-০৬-এ ছিল ১১, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৭), ছত্তিশগড় (২০০৫-০৬-এ ছিল ১৬, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২৬), গুজরাট (২০০৫-০৬-এ ছিল ১২, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৩), হিমাচল প্রদেশ (২০০৫-০৬-এ ছিল ৭, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৬), জম্মু ও কাশ্মীর (২০০৫-০৬-এ ছিল ১৭, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ৩০), কর্ণাটক (২০০৫-০৬-এ ছিল ৮, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৫), মহারাষ্ট্র (২০০৫-০৬-এ ছিল ১৩, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৪), মিজোরাম (২০০৫-০৬-এ ছিল ৯, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ১৯), ওড়িশা (২০০৫-০৬-এ ছিল ২১, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২৩), রাজস্থান (২০০৫-০৬-এ ছিল ১৮, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২৫), ত্রিপুরা (২০০৫-০৬-এ ছিল ২৭, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২৮), এবং উত্তরাখন্ড (২০০৫-০৬-এ ছিল ১৪, ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২০) - মোট ১২টি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আলোচ্য এই ১৭টি রাজ্যের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঁচ বছর আগের তুলনায় পিছিয়ে গেছে।

প্রাথমিকস্তরে দেশের মোট ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সামগ্রিক তথ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাচ্ছে, এদের মধ্যে ৩টি ২০০৫-০৬-এর অবস্থান ২০০৯-১০-এও ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে, সেগুলি হল - আসাম (৩১), কেরালা (৩) ও সিকিম (১০)। বাকী ৩২টির মধ্যে ২০০৫-০৬-এর তুলনায় ২০০৯-১০-এ অগ্রগতি ঘটেছে (কোনো কোনোটিতে সামান্য হলেও) মোট ১২টিতে এবং পিছিয়ে পড়েছে (কোনো কোনোটিতে সামান্য হলেও) মোট ২০টিতে এবং পিছিয়ে পড়ার সংখ্যাই বেশি, ৬২.৫ শতাংশ। (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)

(চলবে)

বিষয়	সংবাদ সংক্ষেপ ও সংবাদ সূত্র
ধর্ষণ	১. **কলকাতা :** খাবারের লোভ দেখিয়ে বাড়ির সামনের বস্তির এক অভাবী বছর আটেকের মেয়েকে ঘরে ডেকে এনে ধর্ষণ করে তিন মেয়ে ও এক ছেলের বাবা ৫৬ বছর বয়সী বিক্রম সিং। পরে জোড়াবাগান থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তর করেছে। ■ **একদিন ২৫.০৮.১১**
	শিশু নির্যাতনের অভিযোগ না নিয়ে সাসপেন্ড এএসআই: এক মহিলার অভিযোগ না নেওয়ায় সাসপেন্ড করা হয়েছে বিষ্ণুপুর থানার এক অ্যাসিসট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টরকে। মহিলার অভিযোগ ছিল তার মেয়েকে যৌনলাঞ্ছনা করা হয়েছে। থানায় লিখিত অভিযোগ না নিয়ে তাঁকে 'অর্থের বিনিময়ে' মিটিয়ে নিতে বলেছিলেন অভিযুক্ত এএসআই। ■ আনন্দবাজার পত্রিকা ২৩.০৯.১১
হত্যা	১. **নদিয়া :** নাজির সেখ নামে নাকশিপাড়ার এক পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রকে গত **১৮ আগস্ট** অপহরণ করে মুক্তিপণ চাওয়া হয় ও পরে খুন করে তার বাড়ির কাছেই ফেলে দেওয়া হয়। ■ **আনন্দবাজার পত্রিকা ২৩.০৮.১১**
	২. **মুর্শিদাবাদ :** মাত্র একশো টাকার জন্য নিজের মেয়েকে জোর করে বিষ খাইয়ে দিলেন বাবা। ঘটনাটি ঘটেছে সুতির বালিয়াঘাটির নমোপাড়া গ্রামে গত ২০ **আগস্ট**। সেদিন রাতেই মারা গেছে হুমেরা খাতুন নামে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীটি। সে ছিল বিড়ি শ্রমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। ■ **একদিন ২২.০৮.১১**
	৩. **উত্তর ২৪ পরগনা :** রিকশাচালক স্বামীর বাড়ি ফেরার কোন ঠিক নেই। রোজগারের টাকাও মদের পেছনে ওড়ান। সংসারে তীব্র অভাবের জ্বালায় চার মাসেরশিশুকন্যাকে শেষ পর্যন্ত শ্বাসরোধ করে খুন করল মা। পুলিশ মাকে গ্রেপ্তার করেছে। ■ **একদিন ৩১.০৮.১১**
	মা-বাবার হাতে সন্তান খুন
	৪. **উত্তর ২৪ পরগনা :** গত **২৬ আগস্ট** স্বরূপনগরের বাংলানি গ্রামের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী আন্না খাতুনের মৃত্যু হল সহপঠীর বাবার মারের চোটে। সহপাঠিটির সাথে তার বই নিয়ে বিরোধ চলছিল। গৃহশিক্ষিকার কাছে পড়ার সময় মেয়ের পক্ষ নিয়ে সহপাঠীটির বাবা বলতে আসায় আন্না তাকে বলে, ''আমি পড়ছি। আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না।'' তা শুনে ওই ব্যক্তি মনে করেন তাকে ইংরাজীতে গাল দেওয়া হয়েছে। তাতেই রেগে গিয়ে তিনি পেটাতে শুরু করেন। পরিণতি আন্নার মৃত্যু। ■ **আনন্দবাজার ০৪.০৯.১১**
বিদ্যালয়ে শাস্তি	১. **কলকাতা :** গত **১৭ আগস্ট** ঠাকুরপুকুর থানার পল্লীমঙ্গল কলোনীর এক স্কুলের এক নার্সারীর ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। ■ **আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯.০৮.১১** ■ **দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া ১৯.০৮.১১**
	২. **নদিয়া :** ধুবুলিয়ার বোলপুকুর সর্দারপাড়া শিশু নিকেতনের এক ছাত্রকে অমনোযোগিতার অপরাধে খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়ে শাস্তি দিয়েছেন এক শিক্ষিকা। অভিযুক্ত শিক্ষিকা ইলা মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন বাড়ির লোকজন। ■ **একদিন ? ০৮.১১**
	৩. **কোচবিহার :** স্কুলের লাগোয়া জলা থেকে কয়েকটা মরা মাছ কুড়িয়ে এনেছিল তারা। ক্লাসের মধ্যে তা নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল ছেলেমানুষি, মাছ নিয়ে এ-ওর গায়ে ছোড়াছুড়ি। হট্টোগোল শুনে ছুটে আসেন এক শিক্ষক। হুল্লোড়ে মেতে ওঠা চতুর্থ শ্রেণির ছেলেমেয়েরা তাঁকে দেখতেই পায়নি। কাদামাখা একটো মাছ উড়ে গিয়ে পড়ে শিক্ষকের জামায়। আর তাতেই বেজায় চটে যান তিনি। তখন কিছু না কললেও ছুটির আগে তিনি তাদের বেত দিয়ে বেজায় পেটান। বাড়ি ফিরে তারা যন্ত্রনায় কান্নাকাটি করতে থাকে বলে অভিভাবকরা জানান। মারের চোটে আহত ৯ জন পড়ুয়াক হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। ■ **আনন্দবাজার ০৪.০৯.১১**
পাচার-উদ্ধার	১. **নদিয়া:** গোপনসূত্রে খবর পেয়ে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে কমলেশ সিং নামে এক বিহারি যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বিয়ের নামে মেয়ে পাচারে সে যুক্ত ছিল। ঐ গ্রামের ঝুপড়ীবাসী একটি মেয়েকে বিয়ে করতে এসে সে ধরা পড়ে। ■ **একদিন ০৪.০৮.১১**
	*'নদিয়া জেলায় প্রতি বছর নারীপাচারের যত ঘটনা ঘটে, তার অধিকাংশই বিয়ের ফাঁদ পেতে।.....'' .....*জাকির হোসেন মল্লিক, কো-অর্ডিনেটর, চাপড়া সোশাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন
	২. **নদিয়া:** গত **৫ আগস্ট** পাচারকারীদের খপ্পর থেকে পালিয়ে আসা আন্না প্রামাণিক নামে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দিয়েছে রানাঘাট থানার পুলিশ। তার মাসি তাকে পাচারকারীদের হাতে তুলে দিয়েছিল। ■ **একদিন ০৬.০৮.১১**
	৩. **মুর্শিদাবাদ:** পাচার হওয়ার পাঁচ মাস পর কাশ্মীর থেকে এক কিশোরীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত **৯ আগস্ট** অভিযুক্তদের কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজত হয়। ■ **একদিন ১০.০৮.১১**
	৪. **পুরুলিয়া :** দীর্ঘ পাঁচ মাস নিখোঁজ থাকার পর দিল্লির বিকাশপুরী এলাকা থেকে উদ্ধার হয় পুঞ্চা থানার বিন্দুকচা গ্রামের পাচার হওয়া কিশোরী সাদেকী মুর্মূ। কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাকে ২৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিল পুঞ্চা থানারই ধলিয়াপাড়া গ্রামের ধরমদাস সোরেন। দিল্লিতে তাকে পরিচারিকার কাজে লাগানো হয়েছিল। ক্রীতদাসী বলে তাকে কোনো মাইনে দেওয়া হতনা। ■ **একদিন ২৬.০৮.১১**
	৫. **বর্ধমান :** আমিনা মন্ডল নামে এক নাবালিকাকে কাজ দেওয়ার নাক করে ফুসলিয়ে দুর্গাপুরে নিয়ে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে আবু সালেম নামে এক যুবক। আবু কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। মেয়েটি তার প্রতিবেশী। ■ **একদিন ১৬.০৯.১১**
	৬. **কলকাতা :** ভিনরাজ্যে পড়ানোর নাম কের পাচারের সময় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রাজকের চেষ্টায় ২২ জন নাবালককে পুলিশ শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উদ্ধার করে এবং দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। শিশুগুলিকে উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা থেকে মহারাষ্ট্রের ওয়ারদায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ■ **একদিন ২৯.০৯.১১**
শিশু নিখোঁজ/ অপহরণ	১. হাওড়া : গত **৩ সেপ্টেম্বর** সন্ধ্যায় গোলাবাড়ি থানা এলাকার ফকিরবাগান লেন থেকে ৫ বছরের রাজু পান্ডে নিখোঁজ হয়েছে। ■ **একদিন ০৫.০৯.১১**
	গত সাড়ে তিন বছরে ১৪টি শিশু নিখোঁজের ঘটনা ঘটল গোলাবাড়ি থানা এলাকা থেকে।
	২. **দক্ষিণ ২৪ পরগনা :** গত **৮ সেপ্টেম্বর** মগরাহাট থানার হলুদবেড়িয়া গোতলাহটি গ্রামের সামির সেখ নামে ৫ বছরের এক শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় অপহরণ করা হয়। মুক্তিপণ চেয়ে ফোনও এসেছে একাধিকবার। ■ **একদিন ০৯.০৯.১১**
নাবালিকা বিবাহ	১. **মেদিনীপুর :** বিয়ের বয়স না হওয়া সত্ত্বেও বিয়ের ব্যবস্থা করায় গত **১ আগস্ট** নিজের মা-বাবার বিরুদ্ধেই খড়গপুর লোকাল থানায় হাজির হয়ে নিজের বিয়ে রুখে দেয় খড়গপুর-১ ব্লকের বড়কোলার ওয়ালিপুর গ্রামের পিউ নামে এক নাবালিকা। সে পড়তে চায়। ■ **আনন্দবাজার পত্রিকা ১১.০৮.১১**
	বিয়ে রুখলেই নাবালিকাকে পুরস্কার **মালদা:** কোন নাবালিকা নিজের বিয়ে রুখলেই তাকে পুরস্কৃত করা হবে। বাল্যবিবাহ ও নারীপাচার রোধে রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পনা। জানিয়েছেন রাজ্যের নারী ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র। (*বিস্তারিত আগামী সংকলনে প্রকাশিত হবে*) ■ **একদিন ১২.০৯.১১**

রবি রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ *অনুদান : ৩ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য